চিংড়ির খামারে রোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনার ওপর অনলাইন প্রশিক্ষণ

উৎপাদন এবং রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে নোনাজলের মাছ চাষ, বিশেষত চিংড়ি চাষ ভারতের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান সেক্টর হয়ে উঠেছে। বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার পুষ্টির সুরক্ষার জন্য এই সেক্টরের দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ভারত এবং সমগ্র বিশ্বজুড়ে চিংড়ির খামারগুলিতে বিভিন্ন মারণ রোগের প্রাদুর্ভাব এবং তার জন্য ব্যাপকভাবে চিংড়ির মৃত্যু একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যেমন হোয়াইট স্পট ডিজিজ (ডবলু.এস.ডি.), সংক্রামক মায়োনেক্রোসিস (আই.এম.এন.), *এন্টারোসাইটোজুন হেপাটোপ্যানাই* (ই.এইচ্.পি.) এবং সংক্রামক নয় এমন কিছু রোগ যেমন হোয়াইট ফিসিস সিনড্রোম (ডবলু.এফ.এস.), রানিং মর্টালিটি সিন্ড্রোম (আর.এম.এস.), ইত্যাদি চিংড়ি চাষে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর্যাপ্ত জৈবসুরক্ষা বিধির অভাব, মাটির ও জলের গুণমান নিয়মিত পর্যবেক্ষন না করা,অপ্রতুল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং চাষীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব প্রায়শই চিংড়ির প্রথাগত এবং বিজ্ঞানসম্মত চাষের ক্ষেত্রে রোগের মূল কারন হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকার বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে চাষীদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা নামে একটি অভিনব পরিকল্পনা চালু করেছে। এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি হলো মৎস্য চাষযোগ্য অঞ্চল তথা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক গুণমাণ বজায় রেখে ভারতীয় সামুদ্রিক খাদ্যের রপ্তানি আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা। এই প্রসঙ্গে চিংড়ি চাষীদের চিংড়ির বিভিন্ন রোগ এবং তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে অবহিত করা খুব ই প্রযোজন। এর মাধ্যমে চিংড়ি চাষের উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং খামারের মধ্যে রোগ প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে চাষীরা একটি সাম্যক ধারনা পাবেন। এই ব্যবস্থা চিংড়ির খামারে রোগের প্রকোপ হ্রাস করে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ভারত সরকারের উদ্যোগ কে সাফল্যমণ্ডিত করবে।

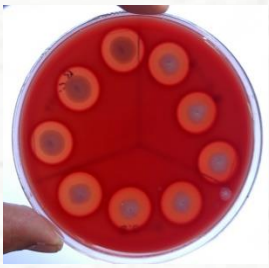

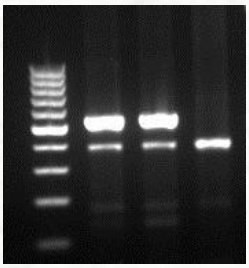

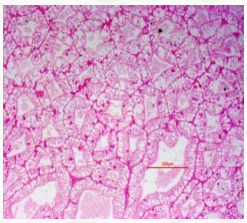

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থার জলজ প্রাণী স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ বিভাগ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় চিংড়ির বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে চাষীদের মধ্যে সচেনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করছে। আমরা এই সংস্থানের কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্রের তরফ থেকে বাংলাভাষী চাষীদের এই প্রশিক্ষণ সহজ বাংলা ভাষায় আয়োজন করেছি। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের চাষীরা চিংড়ির খামারে রোগজনিত সমস্যা সনাক্ত করে সেই অনুসারে তাঁদের স্তরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন এবং রোগজনিত আর্থিক ক্ষতি থেকে অনেকটা অব্যাহতি পাবেন।

উপরোক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল অভিপ্রেত শ্রোতা :
নোনা জলজীব পালনের সাথে যুক্ত চাষী ভাইরা এবং ফিসারী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা

প্রশিক্ষণের তারিখঃ ১ মার্চ, ২০২১
সময়ঃ ১১টা - ১টা

Click here for Registration

কি কি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হবে?

1. নোনা জলের মাছ চাষের (বিশেষত চিড়ির) বিভিন্ন সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগসমূহ এবং তাদের প্রতিকার বাবস্থা।
2. বেটার ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস (বি.এম.পি.): পুকুরের সঠিক প্রস্তুতিকরণ, রিজার্ভার পুকুর ও বর্জ্য পরিশোধন পুকুর, চিংড়ির মীনেরগুণাগুণ, পুকুরে চিংড়ির মজুতহার, পুকুরের জলের গুণাগুণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।

জৈবসূরক্ষা বিধি: উপকূলীয় জলজ পালন কর্তৃপক্ষ (কোস্টাল অ্যাকোয়াকালচার অথরিটি) দ্বারা নিবন্ধিত হ্যাচারী থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট রোগজীবাণু মুক্ত (স্পেসিফিক প্যাথোজেন ফ্রী) মীন দ্বারা চিংড়ির পুকুর মজুতকরণ, মীনের গুণমান যাচাই, খামার স্তরের জৈবসূরক্ষা বিধি এবং চাষের চিংড়ির স্বাস্থ পর্যবেক্ষন।

যাদের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ
মাছ চাষী, প্রযুক্তিবিদ, মৎস্য বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক এবং রাজ্য মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকগণ।

কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্র
আই.সি.এ.আর. - কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থা
কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৪৭
ফোন: ৯১-৩২১০-২৫৫০৭২, ফ্যাক্স: ৯১-৩২১০-২৫৭০৩০, ইমেল: krckakdwip@gmail.com